সমকাল

তারিখ ... 11 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

চিঠিপত্র

প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি

আমরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এ সম্মানজনক পেশায় খুব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে। কিন্তু এ সেক্টরের ওপরের পদে কর্মরতদের কাজকর্ম দেখে আমি ভীষণ হতাশ। শিক্ষকদের জাতি গঠনের মেরুদণ্ড বলা হয়। কিন্তু এই শিক্ষকরা যাদের নিয়ন্ত্রণে চলেন, তারা সমাজের বিবেকহীন মানুষ নয় কি? কষ্ট হলেও বলতে হয়, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিটি উপজেলা অফিসই দুর্নীতিতে ভরপুর। শিক্ষকরা সামান্য কোনো কাজ করতে গেলেও টাকা ছাড়া হয় না। ওপর মহলে জানালে শাস্তি বাড়ানো হয়। ইউডি, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও থানা শিক্ষা অফিসারের যোগসাজশে এ ধরনের অপকর্ম হয়ে থাকে। তাদের স্বার্থের জন্য শিক্ষাকে পায়ের নিচে পিষ্ট করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলির সময়। আর এ সময়েই তারা সবচেয়ে বেশি ফায়দা লুটতে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে তারা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ওপর সারির নেতাদের ব্যবহার করে। শিক্ষকদের বদলির জন্য জনপ্রতি তারা ১০-২০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করে। না দিলে বদলি কপালে জোটে না। প্রতিবাদ তো দূরের কথা, এ কথা মুখে আনাও যেন পাপ। তাদের প্রদানকারীদের কাজ দিনকে রাত ও রাতকে দিন করা। এভাবে আর কত দিন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মতিঝিল, গুলশান, লালবাগ, ডেমরা থানা শিক্ষা অফিসের ভুক্তভোগী শিক্ষকগণ